জলদর্পণ

নমিতা চৌধুরী

এখানে অনন্তজল স্পর্শ করে আছি
আঙুল থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে শুধু
ঘাস-মাদুর এতোল বেতোল ধুলোবালি মাখা

এই জলদর্পণে দেখি নিজের মুখ
ডুবুরি পোশাকে অতল গহ্বরে
পা রাখার জায়গা খুঁজি
চিহ্ন সমতলভূমি ছাড়িয়ে ক্রমশ জঙ্গলের দিকে
অথবা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসে
শিকড়ের অলৌকিক ডানা আশ্রয় চায় মাটিতে
নীলস্রোতের মুখোমুখি হলে জেনে নেয়
এইখানে ঘর বাঁধবার খড়কুটো পাওয়া যাবে কিনা
কাঠপুতুলির দেশে উড়ে আসে সবুজ কাকাতুয়া

সীমানায় এত পাহারাদার কে জানত!

আত্মহত্যা

অঞ্জন কর

বসন্তের পাখি এসে বসেছিল সনির্বন্ধ অনুরোধ নিয়ে
তার খরাক্লান্ত ডালে, যেখানে সবুজ আর অফুরন্ত গান
একদিন বিলাস মঞ্জিল হয়ে ছিল, ছিল ভাদ্র কোটালের স্রোত
আজ সেই অবুঝ প্রান্তর শুধু বিষ আর বিষমদে স্নান
সেরে রাত্রিস্রোতে ভেসে যায় যেন, আমি কি তাদের সভামত
ভোটাধিকারের মতো কুক্ষিগত ক'রে, বিজ্ঞাপন দেবো
দাসখত লিখে বলবো– সভ্যতাকে এভাবে মেরো না,
চিবিয়ে শুকনো করো, কাঠ খড় করো, ডুবিয়ে রেখো না
তাতে শ্বাসকষ্ট বাড়ে, বিদায় বেলার দিন কাছে চলে আসে,
সমস্ত নদীর পাড়ে দেখা দেয় সাদা কাশফুল, যা হাওয়া
বিন্যস্ত থাকে, বাড়ে গর্ভঘরের কিছু ঋণ, আমি
দিন দিন এই সব স্বতস্ফূর্ততার কাছে আবিষ্কৃত হই
বুঝি, যাবার বেলার সব কণ্ঠস্বর দেখো নিলাম হবে না
পরাজয় মেনে নিয়ে দেখো আমি পরাজিত কখনো হবো না

বসন্তের পাখি এসে, তার সব সনির্বন্ধ অনুরোধ লিখেছিল
ডালে ডালে বসে!